89693 - মলিাদুন্নবীর দনিে বতিরণকৃত খাবার খাওয়ার হুকুম

প্রশ্ন

মলিাদুন্নবী (নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে জন্মদনি) উপলক্ষে যে খাবার বতিরণ করা হয় সটো খাওয়া জায়যে হবে কনিা? কউে কউে এর সপক্ষে দললি পশে করতে গয়িে বলনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে জন্মদনিে আবু লাহাব দাসী আযাদ করায় আল্লাহ তাআলা তার জন্য সদেনিরে শাস্তি লিঘু করছেনে।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এক:

ইসলামী শরয়িতে "ঈদে মলিাদুন্নবী" বলতে কছিু নইে। সাহাবায়ে করোম, তাবয়েীন, চার ইমাম ও অন্য আলমেগণ এমন কোন দনি জানতনে না। বরং এ ঈদ বা উৎসবটি উদ্ভাবন করছে কছিু বদিআতী বাতনেী গোষ্ঠী। এরপর থকেে মানুষ এ বদিআত পালন করে আসছ; অথচ আলমেগণ সর্বকালে ও সর্বস্থানে এ বদিআত সম্পর্কে মানুষকে হুশয়িার করে আসছনে।

এ বদিআতরে ব্যাপারে এ ওয়বে সাইটরে 10070 নং, 148053 নং ও 219307 নং প্রশ্নোত্তরে সাবধান করা হয়ছে।

দুই:

এ দনিকে উপলক্ষ করে মানুষ যা কছিু পালন করে থাকে যমেন- মাহফলি করা, খাবার বতিরণ করা ইত্যাদি সব হারাম কাজ হসিবেে গণ্য হব। কারণ এর মাধ্যমে তারা আমাদরে শরয়িতে একটি বদিআতী উৎসবকে চালু রাখতে চায়।

শাইখ সালহে আল-ফাওযান 'আল-বায়ান লি আখতায়ি বাযলি কুত্তাব' (পৃষ্ঠা ২৬৮-২৭০) গ্রন্থে বলনে: কুরআন ও হাদসিে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কর্তৃক প্রদত্ত বধিানরে অনুসরণ করার নর্দিশে দয়ো হয়ছে এবং ধর্মীয় বষিয়ে নতুন কছিু প্রবর্তন করা থকেে নষিধে করা হয়ছে- এটি কারো অজানা নয়। আল্লাহ তাআলা বলনে: "বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর, ফলে আল্লাহ তোমাদরেকে ভালবাসবনে এবং তোমাদরে পাপরাশি মার্জনা করে দবিনে। আল্লাহ ক্ষমাশীলও দয়ালু।[সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৩১] তনিি আরও বলনে: "তোমরা অনুসরণ কর, যা তোমাদরে প্রতপিালকরে পক্ষ থকেে অবতীর্ণ হয়ছে এবং আল্লাহকে বাদ দয়িে কর্তাদরে অনুসরণ করো না।"।[সূরা আরাফ, আয়াত: ৩] তনিি আরও বলনে: "তোমাদরেকে এ নর্দিশে দয়িছেনে, যনে তোমরা উপদশে গ্রহণ কর। নশ্চিতি এটি আমার সরল পথ। অতএব, এ পথে

চল এবং অন্যান্য পথে চলো না। তা হলে সেসব পথ তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে।"[সূরা আনআম, আয়াত: ১৫৩] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "নিশ্চয় শ্রেষ্ঠ সত্যবাণী হচ্ছে আল্লাহর কিতাব। সর্বোত্তম আদর্শ হচ্ছে- নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ। সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হচ্ছে- নব প্রবর্তিত বিষয়গুলো।" তিনি আরও বলেন: "যে ব্যক্তি আমাদের দ্বীনে এমন কোন বিষয় চালু করে যা এতে নেই সেটা প্রত্যাখ্যাত" । সহিহ মুসলিমের এ বর্ণনায় এসেছে- "যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করে যা আমাদের দ্বীনে নেই সেটা প্রত্যাখ্যাত"।

মানুষ যে সব বিদআতের প্রবর্তন করেছে তার মধ্যে রবিউল আউয়াল মাসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মবার্ষিকী পালন করা অন্যতম। এ জন্মবার্ষিকী পালন করার ক্ষেত্রে তারা কয়েক শ্রেণীর:

এক শ্রেণী যারা শুধু জমায়েত হয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম কাহিনী পড়ে; কিংবা এ উপলক্ষে আলোচনা পেশ করে ও কাসিদা পাঠ করে।

আর কেউ আছে খাবার-দাবার ও মিষ্টান্ন তৈরী করে উপস্থিত লোকদের মাঝে বিতরণ করে।

কেউ আছে মসজিদে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে; কেউ আছে বাড়ীতে আয়োজন করে।

আর কেউ আছে শুধু এ সবের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে আরও অনেক হারাম ও গর্হিত কাজে লিপ্ত হয়; যেমন নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, নাচগান, কিংবা বিভিন্ন শিরিকমিশ্রিত কার্যাবলী যেমন- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট সাহায্য চাওয়া, তাঁকে ডাকা, শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার জন্য তাঁর মদদ চাওয়া ইত্যাদি।

মিলাদ অনুষ্ঠানের এ নানাবিধ ধরন ও প্রকারসহ এটি একটি হারাম কাজ ও উত্তম ত্রি-প্রজন্মের উত্তরকালে প্রবর্তিত বিদআত।

ষষ্ঠ হিজরী কিংবা সপ্তম হিজরীতে প্রথমবারের মত এ বিদআতটি চালু করেন আর্বলির বাদশা আবু সাঈদ (সাঈদের পিতা) আল-মুজাফফর কুকবুরি; যেমনটি উল্লেখ করেছেন ইতিহাসবিদ ইবনে কাছির ও ইবনে খাল্লিকান প্রমুখ।

আবু শামা বলেন: মোসুলে প্রথমবারের মত এ বিদআতটি পালন করেন একজন মশহুর দ্বীনদার মানুষ- শাইখ উমর বিন মুহাম্মদ আল-মোল্লা। এরপর আর্বলির বাদশা ও অন্যরা তাকে অনুসরণ করেন।

হাফেয ইবনে কাছির 'আল-বিদায়া' গ্রন্থে (১৩/১৩৭) আবু সাঈদ কুকবুরি এর জীবনীতে লিখেন: "তিনি রবিউল আউয়াল মাসে মিলাদুন্নবী পালন করতেন এবং বিশাল অনুষ্ঠান করতেন...। এক পর্যায়ে তিনি বলেন: আল-সিবত বলেন: মুজাফফর কর্তৃক মিলাদুন্নবী উপলক্ষে আয়োজনকৃত ভোজানুষ্ঠানে যারা হাজির হয়েছেন এমন একজন বলেন যে, সে অনুষ্ঠানে পাঁচ হাজার ভুনা মাথা, দশ হাজার মুরগী, একলক্ষ দুধের পেয়ালা এবং ত্রিশ হাজার মিষ্টান্নের প্লেটে উপস্থাপন করা হত...। এক পর্যায়ে

তনিি বলনে: সুফি গান শুনার ব্যবস্থা থাকত জোহর থকেে ফজর পর্যন্ত। বাদশা নজিে তাদরে সাথে নাচত।[সমাপ্ত]

ইবনে খাল্লকিান তাঁর ‘ওফাইয়াতুল আইয়ান’ নামক গ্রন্থে (৩/২৭৪) বলনে:

সফর মাস এলে তারা সে গম্বুজগুলোকে সৌন্দর্যমণ্ডতি বলিাসবহুল সাজে সাজাত। প্রত্যকে গম্বুজে একদল গায়ক বসত; একদল সাধক ও বাদক দল থাকত। ঐ গম্বুজগুলোর প্রত্যকেটি তলাতে এদরে একদল থাকত।[সমাপ্ত]

অতএব, এ বদিআত উদযাপনরে মধ্যে রয়ছে- এ দনিে নানা রকমরে খাবার-দাবার প্রস্তুত করা, খাবার বতিরণ করা, মানুষকে সে ভোজরে দাওয়াত দয়ো। সুতরাং, কোন মুসলমান যদি এসব কছিুতে তাদরে সাথে অংশ গ্রহণ কর,ে তাদরে প্রস্তুতকৃত খাবার খায়, তাদরে দস্তরখানে বসে নঃিসন্দহে সটো এ বদিআত উদযাপনরে মধ্যে পড়ব;ে এটি তাদরেকে এ বদিআত উদযাপনে সহযোগতিা করার নামান্তর। আল্লাহ তাআলা বলনে: “তোমেরা পরস্পর পরস্পরকে নকেী ও তাকওয়ার ক্ষত্রেে সহযোগতিা কর; পাপকাজ ও সীমালঙ্ঘনরে ক্ষত্রেে সহযোগতিা করো না।[সূরা মায়দো, আয়াত: ২]

এ কারণে সে দনিকে উপলক্ষ করে প্রস্তুতকৃত খাবার খাওয়া হারাম মর্মে আলমেগণ ফতোয়া দয়িছেনে এবং অন্য কোন বদিআত উৎসব উপলক্ষে প্রস্তুতকৃত খাবার খাওয়াও হারাম ফতোয়া দয়িছেনে।

শাইখ বনি বাযকে নম্নিোক্ত প্রশ্নটি জজ্ঞিসে করা হয় (৯/৭৪):

মলিাদুন্নবী উপলক্ষে জবাইকৃত পশুর গোশত খাওয়ার হুকুম কি?

জবাবে তনিি বলনে: যদি যার মলিাদ (জন্ম বার্ষকী) তাঁর জন্য এ পশু জবাই করা হয় তাহলে এটি শরিকে আকবার (বড় শরিক)। আর যদি গোশত খাওয়ার জন্য জবাই করা হয় তাতে কছিু নইে। তবে কোন মুসলমানরে সে গোশত খাওয়া উচতি নয়; সে অনুষ্ঠানে যাওয়া উচতি নয়; যাতে করে মুসলমান কথা ও কাজরে মাধ্যমে বদিআতীদরে বরিুদ্ধে প্রতবিাদ জানাতে পারনে। আর যদি তাদরেকে নসহিত করার উদ্দশ্যে উপস্থতি হতে চান সটো করতে পারনে; তবে তাদরে খাবার বা অন্য কছিুতে অংশ গ্রহণ করবে না।[সমাপ্ত]

এ বষিয়ে এ ওয়বে সাইটে আরও কছিু ফতোয়া রয়ছে;ে যমেন দখেুন 146449 নং ও 9485 নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহই ভাল জাননে।